

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

কারিগরি প্রকল্প প্রস্তাব (টিপিপি)

প্রকল্পের নাম:

মেইল প্রসেসিং এবং লজিস্টিক সার্ভিস টেকসই ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প
(Sustainable & Modernization of Mail Processing and Logistic Service)

ডাক অধিদপ্তর, ডাক ভবন
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

সেপ্টেম্বর, ২০২৪



মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
সিনিয়র সহকারী প্রধান
জৌক অবকাঠামো বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কারিগরি প্রকল্প প্রস্তাব (টিপিপি)

অংশ-ক

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ

- ১.০ প্রকল্পের শিরোনাম : "মেইল প্রসেসিং এবং লজিস্টিক সার্ভিস টেকসই ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প"
- ২.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় / বিভাগ : ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।
- ২.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ডাক অধিদপ্তর।
- ২.৩ পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর-বিভাগ : ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
- ৩.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা : উদ্দেশ্য:-
ডাক বিভাগের মেইল প্রসেসিং ও লজিস্টিক সার্ভিস টেকসই আধুনিকরণের মাধ্যমে দ্রুততর গ্রাহকবান্ধব ডাক সেবা প্রদান করা।

লক্ষ্যমাত্রা:

- ক) সকল ডাকঘরে চলমান ডিমিস্টিক মেইল মনিটরিং সফটওয়্যার আপগ্রেডেশন;
- খ) সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে ইতোপূর্বে সংগৃহীত ৩২ প্রকার যন্ত্রপাতি মেরামত ও সংরক্ষণ করা;
- গ) ডাক বিভাগের ২০ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ডিমিস্টিক মেইল মনিটরিং সফটওয়্যার (ডিএমএস) এবং মেশিনারীজ এন্ড ইকুইপমেন্ট উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ঘ) ডিজিটাল ডাক সেবা প্রদানে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সংগ্রহ;

- ৪.০ প্রকল্প বাস্তবায়নকাল :
ক) শুরুর তারিখ: : সেপ্টেম্বর, ২০২৪
খ) সমাপ্তির তারিখ: : মার্চ, ২০২৬
- ৫.০ টিপিপি প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নাম ও পদবী : ১। জনাব আল মাহবুব
পরিচালক(পরিকল্পনা), ডাক অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
২। জনাব মো: শাহ আলম ভূঁইয়া
ডিজিএম, সংযুক্ত: ই কমার্স সেল, ডাক অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৬

৬.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- (ক) মোট : ৪২০০.০০ লক্ষ টাকা
- (খ) জিওবি : ৪২০০.০০ লক্ষ টাকা
(জেডিসিএফ/ডিআরজিএ-সিএফ কিংবা অন্য কোন Debt ক্যাম্পেলেশন)
- (গ) নিজস্ব তহবিল : ০.০০
- (ঘ) অন্যান্য : ০.০০

৬.২ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার : প্রযোজ্য নহে

(মোঃ আমির হোসেন)
শাখা কর্মকর্তা (পরিকল্পনা-১)
ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা-১২০৬

মোঃ আমির হোসেন
উপসচিব
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণহাজারী সার্কেল, ঢাকা

মোঃ ক্রমান
সিনিয়র সহকারী
ভৌত অবকাঠামো
টেকসইতা অধিদপ্তর, পরিকল্পনা
কমিশন, ঢাকা

প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ

১৪. অবস্থা বিশ্লেষণ:

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনস্থ বাংলাদেশ ডাক বিভাগ একটি অতি পুরাতন সেবাপ্রতিষ্ঠান। আধুনিক প্রযুক্তির ফলে সনাতন ডাক সেবা যথা: সাধারণ চিঠি-পত্র আদান প্রদান সেবা ব্যাপক হারে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু প্রযুক্তির প্রভাবে অনলাইন বেইজড বাজার সৃষ্টি হওয়ায় অনলাইনে দ্রব্য ক্রয়, মূল্য পরিশোধ প্রভৃতি সার্ভিসমূহ ঘরে বসে অনলাইনে সম্পন্ন করার ফলে ক্রেতার নিকট ক্রয়কৃত দ্রব্যসমূহ ঘরে পৌঁছে দেয়ার সেবার ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে।

সারা বিশ্বে পার্সেল ও লজিস্টিক সার্ভিসের ডাক বাজার উর্ধ্বমুখী। একই প্রবণতা বাংলাদেশের ডাক সার্ভিসের বিষয়ে বিদ্যমান। এছাড়া সারা বিশ্বে ই-কমার্স এর বদৌলতে সৃষ্টি হওয়া উন্মুক্ত বাজার হতে বিভিন্ন ধরনের পঁচনশীল, অপঁচনশীল, অধিক যত্ন প্রয়োজন এমন বিভিন্ন দ্রব্য দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে গ্রাহকের নিকট দ্রুততম সময়ে পৌঁছে দেয়ার সেবা চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডাক অধিদপ্তর কর্তৃক “মেইল প্রসেসিং ও লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই/২০১৮ তারিখ হতে ৩০ জুন/২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৩৬৫.৪৯ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় ১৪টি আধুনিক মেইল প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়। পাশাপাশি মেইল প্রসেসিং সংক্রান্ত ৩২ ক্যাটাগরির ৩০,৯২৮টি মেশিনারীজ এন্ড ইকুপমেন্ট সংগ্রহ করা হয়। এর সাথে বিভিন্ন ক্যাটাগরির আসবাবপত্র এবং মেইল স্টেশনারী ক্রয় করা হয়। ক্রয়কৃত মেশিনারীজ এন্ড ইকুপমেন্ট, আসবাবপত্র ও মেইল স্টেশনারী ১৪টি মেইল প্রসেসিং সেন্টারসহ ৯৮৮৬টি ডাকঘরে সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে ডাক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সুবিধা সমূহ সৃষ্টি হয়েছে।

সমাপ্ত প্রকল্পের পূর্বে	প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে
চিঠিপত্র, পার্সেল ম্যানুয়ালি ইস্যু হতো	বর্তমানে পিওএস মেশিনের মাধ্যমে ডিএমএস ব্যবহার করে ইস্যু করা হচ্ছে।
চিঠিপত্র, পার্সেল বারকোড যুক্ত ছিল না এবং ট্রেস এন্ড ট্র্যাকিং করা যেত না।	এখন চিঠিপত্র, পার্সেল প্রতিটি বারকোড যুক্ত এবং গ্রাহক সহজেই অনলাইনে ট্রেস এন্ড ট্র্যাকিং করা যায়।
পোস্টম্যানের নিকট কোনো ডিভাইস ছিল না	বর্তমানে ডাক বিভাগের সকল পোস্টম্যানের নিকট পিওএস রয়েছে। এর মাধ্যমে ডেলিভারী ডাটা পোস্টম্যান নিজেই দিতে পারেন।
High Value Postage প্রদানে ডাক টিকেট ব্যবহৃত হতো। সময় বেশী লাগত এবং Loss and Fraud এর সুযোগ বেশি ছিল।	এখন ফ্রাংকিং মেশিনের মাধ্যমে খুব কম সময়ে High Value Postage প্রদান করা হচ্ছে। এতে ডাক প্রসেসিং দ্রুত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ভাবে পরিবীক্ষণ করা যায়।
ডাক সেবা ব্যতীত অন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল সেবার সাথে সমন্বিত ছিল না।	বর্তমানে পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভূমি সেবা ডি এম এস এর সাথে সংযুক্ত হওয়ায় গ্রাহক ঘরে বসে পোস্টের মাধ্যমে এসব সেবা পাচ্ছেন। অন্যদিকে ডাক বিভাগের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি এসব প্রতিষ্ঠানেরও প্রান্তিক পর্যায়ে ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। জুলাই/২২ হতে পাসপোর্ট হতে ৫৫ কোটি, ড্রাইভিং লাইসেন্স হতে ২ কোটি এবং ভূমি সেবা হতে ১০ কোটি টাকা আয় হয়েছে।
আন্তর্জাতিক ডাক (IPS.POST)	Incoming Mail এর ডেলিভারী ডাটা নির্ধারিত সময়ে এন্ট্রি না হলে না পারায় আর্থিক ক্ষতি হচ্ছিল। বর্তমানে প্রত্যেক পোস্টম্যানের নিকট পিওএস থাকায় ডেলিভারী ডাটা পোস্টম্যান কর্তৃক প্রদান করা হচ্ছে। একই সাথে Delivery Fee বৃদ্ধি করা

(মোঃ সাদিক হোসেন)
সিনিয়র কর্মকর্তা (সার্বিক কার্য)
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ঢাকা, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

মোঃ সাদিক হোসেন
সিনিয়র কর্মকর্তা
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ঢাকা, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

মোঃ সাদিক হোসেন
সিনিয়র কর্মকর্তা
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ঢাকা, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

	হয়েছে, যা ১ জানুয়ারী, ২০২৪ হতে কার্যকর হয়েছে। বর্তমানে ডাটা এন্ট্রির হার ৬৭% যা ২০২১ সালে ছিল ৫০% এর কম। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে আয় ছিল ৫.৫ কোটি টাকা ২০২৩-২৪ এর মার্চ পর্যন্ত আয় হয়েছে ১৬.৫ কোটি টাকা।
অফিস ও আইটেম ভিত্তিক আয় বিভাজন করা সম্ভব ছিল না। এর মাধ্যমে অফিস ভিত্তিক প্যারফরমেন্স নির্ণয় করা সম্ভব হতো না। (স্ট্যাম্প বিক্রয়, সার্ভিস স্ট্যাম্প বিক্রয়, নগদ আদায়কৃত ডাক মাশুল)	বর্তমানে পৃথক পৃথক আইটেমের অফিসভিত্তিক আয় দেখা সম্ভব।
ইউনিট বা কেন্দ্রীয়ভাবে মেইল মনিটরিং করা সম্ভব হতো না।	বর্তমানে প্রত্যেক ইউনিট কর্মকর্তা তার প্রশাসনাদীন অফিসগুলোর মধ্যে কে কতটি চিঠিপত্র, পার্সেল ইস্যু, ডেলিভারী করেছে আর কোন কোন অফিস তা করে নাই তার তালিকা দেখতে পারেন।

সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় মেইল ব্যবস্থাপনায় স্ট্রট সেবা সুবিধাসমূহকে টেকসই ও আধুনিক করার জন্য প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্পটি প্রয়োজন। কেননা এক সময় মানুষের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল ডাক। এর মাধ্যমেই চিঠি পত্র, পার্সেল ও মানি অর্ডার করা হতো। কিন্তু যুগের চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি নির্ভর ডাক সেবা প্রদান করা সম্ভব না হওয়ায় প্রাইভেট কুরিয়ার সে মার্কেট দখল করেছে। ডাক সেবাকে আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর করে গ্রাহকবান্ধব করার জন্য ডাক অধিদপ্তর কর্তৃক সমাপ্ত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে স্ট্রট সেবা/সুবিধা গুলোর কারণে বর্তমানে ডাক ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু প্রাথমিক স্তরে স্ট্রট এসব আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর সুবিধাকে টেকসই এবং আধুনিক করে আনতে গ্রাহকবান্ধব করা একান্ত প্রয়োজন। এ জন্য প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ২০,০০০ কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান, মেশিনারীজ এন্ড ইকুপমেন্ট এর সংরক্ষণ ও মেরামত মাধ্যমে স্ট্রট সুবিধা/সেবা গুলোকে টেকসই এবং আধুনিক করার নিমিত্ত প্রস্তাবিত প্রকল্প নিম্নোক্ত উপায়ে সহায়ক হবে। যেমন:

ক্রমিক নং	লক্ষ্যমাত্রা	কার্যক্রম	প্রত্যাশিত ফলাফল
১.	ক) মেইল প্রসেসিং এ সময় হ্রাস পাবে।	ক. ডিএমএস আপগ্রেডেশন। খ. মাঠ পর্যায়ের ২০ হাজার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডিম্বিতিক মেইল মনিটরিং সফটওয়্যার (ডিএমএস) এবং মেশিনারীজ এন্ড ইকুপমেন্ট এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।	বর্তমানে ডাক বিভাগ ডিএমএস এর মাধ্যমে মেইল প্রসেসিং শতভাগ করতে পারেনা। ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দ্বৈত প্রক্রিয়া (আটোমেটিক ও ম্যানুয়ালী) চালু থাকায় প্রসেসিং এ বিলম্ব হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ডিএমএস আপগ্রেডেশন এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে Complete Automated প্রক্রিয়ায় মেইল প্রসেসিং (ইস্যু, সার্টিং পরিবহন ও বিলি) সম্ভব হবে এবং বর্তমানের চেয়ে কম সময় প্রয়োজন হবে। ফলে গ্রাহক দ্রুত সেবা পাবেন এবং ট্রাংকিং সুবিধাও শতভাগে উন্নিত হবে। একই সাথে মেইল প্রসেসিং এ সময় হ্রাস পাবে।
২.	কর্পোরেট ডাক সেবা সম্প্রসারণ।	বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের Bulk Mail গ্রহণ।	ইতোমধ্যে ডিএমএস এর সাথে বিআরটিএ এর ডাইভিং লাইসেন্স, ভূমি সেবা ও ডিএমপি পুলিশের ট্রাফিক সেবা সংযুক্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে একজন গ্রাহক ঘরে বসেই তাদের ডাইভিং লাইসেন্স, ভূমি পর্চা, মৌজা ম্যাপ ও ডাইভিং ডকুমেন্ট পাচ্ছেন। অর্থাৎ সরকারি সেবা দ্রুততার সাথে গ্রাহকের দোড়গোড়ায় পৌছে যাচ্ছে। সম্প্রতি

(মোঃ আমিন হোসেন)
শাখা কর্মকর্তা (পরিচালনা-
ডাক অধিদপ্তর - ঢাকা-১২০০
ফোনঃ ০২-৫৮১৬০৭২৩

মোঃ আমিন হোসেন
উপপরিচালক
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও ইলেকট্রনিক যোগাযোগ
সংস্করণঃ ১৯৯৯

মোঃ আমিন হোসেন
সিনিয়র পরিচালক

			<p>পাসপোর্ট অধিদপ্তর ও নির্বাচন কমিশন, এনআইডি ও পাসপোর্ট উপজেলা পর্যায়ে গ্রাহকের ঠিকানায় ডাক বিভাগের মাধ্যমে পৌঁছে দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ ক্ষেত্রেও ডিএমএস নিয়ামক ভূমিকা পালন করবে। এসব কর্পোরেট সেবা হতে বছরে অন্তত: ৫০ কোটি টাকা আয় করা সম্ভব হবে।</p>
<p>৩.</p>	<p>আন্তর্জাতিক ডাক সেবার মান উন্নয়ন।</p>	<p>আন্তর্জাতিক ডাক দ্রব্য যেমন: চিঠি পত্র, পার্সেল এর ডেলিভারী ডাটা সময় মত UPU এর সফটওয়্যারে এন্ট্রি দেওয়া।</p>	<p>ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন (ইউপিইউ) এর শর্ত অনুযায়ী তার সদস্য ১৯২টি দেশ UPU'র তৈরীকৃত IPS.POST সফটওয়্যারে প্রতিটি পণ্যের ডেলিভারী বা নন-ডেলিভারী ডাটা সময় মতো এন্ট্রি দেওয়া আবশ্যিক। এন্ট্রি দেওয়া না হলে দুইভাবে বাংলাদেশ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।</p> <p>ক) কম ডেলিভারী ফি নির্ধারণঃ বিদেশী প্রতিটি আর্টিকেল বাংলাদেশে ডেলিভারীর জন্য সংখ্যা এবং ওজন ভিত্তিতে বিদেশ হতে ডেলিভারী ফি পাওয়া যায়। এতদিন বাংলাদেশের সকল পোস্ট অফিসে ডিভাইস না থাকায় ডেলিভারী ডাটা এন্ট্রি দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে বাংলাদেশের ডেলিভারী ফি ছিল মাত্র ৫ এসডি এর (১ এসডিআর-১৪০ টাকা)। বর্তমানে পিওএস প্রত্যেক পোস্টম্যানের নিকট থাকায় ডেলিভারী তথ্য বিলির পর তাৎক্ষনিকভাবে পোস্টম্যান কর্তৃক প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৮৪ সালের পর এই প্রথম বাংলাদেশের ডেলিভারী ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সংখ্যা ও ওজন ভিত্তিতে ডেলিভারী ফি পাচ্ছে। প্রতিটি ৭.৫ এসডিআর এবং প্রতি কেজি .৫০ এসডিআর। এতে বৈদেশিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।</p> <p>খ) মেইল ভলিউম বৃদ্ধিঃ পিওএস এর মাধ্যমে বিদেশী দ্রব্যের ডেলিভারী তথ্য এন্ট্রি দেওয়ায় বর্তমানে বিদেশী আর্টিকেলের ভলিউম বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মাধ্যমে রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিদেশী আর্টিকেলের ডেলিভারী তথ্য UPU'র সফটওয়্যারে এন্ট্রি দেওয়ার বাধ্যবাধতা রয়েছে।</p>

মোঃ আমির হোসেন
পাসপোর্ট কর্মকর্তা (পরিকল্পনা-১)
২ নং অধিদপ্তর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৫৮১৬০৭১৬

মোহাম্মদ মোকশ্শের রহমান
উপসচিব
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও ইলেকট্রনিক যোগাযোগ
সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।

মোঃ তমাল হোসেন
সিসিওর সহকারী প্রধান
ডেপুটি ডিরেক্টর (সি) বিভাগ
পরিচালনা পর্ষদ, পরিচালনা মহলায়
পশ্চিমবঙ্গ রাস্তা, বাংলাদেশ সরকার।

8.	আর্থিক সেবা সম্প্রসারণ।	ক) ইএমটিএস সম্প্রসারণ। খ) কাস্টমার Basket সেবা।	<ul style="list-style-type: none"> ইএমটিএস ডাক বিভাগের একটি আর্থিক সেবা যা ২০১০ সালে ২৭৫০ টি ডাকঘরে চালু হয়। সেবাটি ঐ সময় গ্রাহকের নিকট সাড়া ফেলেছিল। কেননা তখন বিকাশ বা অন্য কোনো সেবা ছিল না। কিন্তু যুগের চাহিদা অনুযায়ী সম্প্রসারণ, আধুনিক ও গ্রাহকবান্ধব পাকেজ দিতে না পারায় সেবাটি বর্তমানে ম্লিয়মান। এর অন্যমত একটি কারণ হলো ডিভাইস না থাকা। এই অভাব পূরণ করেছে পিওএস মেশিন। বর্তমানে সকল ডাকঘরে (৯৮৮৬টি) ও পোস্টম্যানের নিকট পিওএস মেশিন রয়েছে, যা দিয়ে সকল ডাকঘরে ইএমটিএস এবং নগদ সেবা সম্প্রসারণ করা সম্ভব। যা ডাক বিভাগের আয় অনেকাংশে বৃদ্ধি সহায়তা করবে। ডাক বিভাগের সকল সেবার জন্য একটি ইন্টিগ্রেটেড ড্যাস বোর্ড তৈরী এখন সময়ের দাবী। কেননা একজন গ্রাহক তখন একবার রেজিস্ট্রেশন করে Single Point হতে সকল সেবা পাবেন
----	-------------------------	--	--

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সেক্টরাল উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে ডাকবিভাগকে অনেকগুলো কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এগুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

- Introducing digital postal services along with traditional postal services,
- Introducing domestic and international financial services,
- Bringing mail transportation, collection and distribution under ICT based strict supervision,
- Adopting activities for making at least one IT based entrepreneur in each rural post office,
- Establishment of in-house digital commerce hub across the country,
- Commercializing postal services,
- Ensuring imparting of high –quality ICT based training,
- Following international standard in providing customer service and introducing zero tolerance policy,
- Giving importance to rural people in case of providing improved postal services.

উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো অর্জনে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। গত ২৯/০৩/২০২২ তারিখে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় “মেইল প্রসেসিং ও লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় যে ৩২ প্রকারের মোট ৩০,৯২৮ টি মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। তা দক্ষ ভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ডাক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ডিজিটাল বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন মর্মে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত করা হয়েছে (সংযুক্তি-৫)। রক্ষণাবেক্ষণ ও চালু না থাকলে নষ্ট হবে

সরকারের বিপুল অর্থের অবচয় হবে।

(স্বাক্ষর) সার্বিক কর্মকর্তা (পরিকল্পনা-১)
অধিদপ্তর, ঢাকা-১২০৭

মোঃ মাহমুদ হোসেন
উপসচিব
টেলিযোগাযোগ বিভাগ

মোঃ সুলতান হোসেন
উপসচিব
টেলিযোগাযোগ বিভাগ

১৫.১ প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য:

প্রকল্পটির সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে ডাক বিভাগের মেইল প্রসেসিং ও লজিস্টিক সার্ভিস টেকসই ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে দ্রুততার গ্রাহকবান্ধব ডাক সেবা প্রদান করা। প্রকল্পটির দ্বারা বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত ডাক দ্রব্য সেবা, আর্থিক সেবা এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, ই-কমার্স সেবার নতুন দ্বার উন্মোচন, ডাক পরিবহন কার্যক্রম শক্তিশালী তদারকীকরণসহ সর্বোপরি ডাক বিভাগ এর সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভবপর হবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চল পর্যন্ত গ্রাহকের নিকটতম স্থান থেকে সন্তোষজনক ডাক সেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ডাকসেবা নতুন আঙ্গিকে পার্সেল ও লজিস্টিক ডাক দ্রব্য গ্রহণ পরিবহন ও বিতরণে সক্ষম হবে। দ্রুত সার্ভিস নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ন্যূনতম সময়ে বাজার চাহিদামূলক ডাক সেবাসমূহ প্রবর্তন করা সম্ভব হবে, যা ডাক বিভাগের আয়ে লক্ষণীয় ধনাত্মক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে। ই-কমার্স বাজার হতে সৃষ্ট আন্তর্জাতিক ডাক সেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে বৈদেশিক লেন-দেন হতে আয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর দ্রুত ডাক সেবা প্রবর্তনে ডাক সেবা কার্যক্রম সুসংহত ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সেবার মান উন্নীত করা সম্ভব হবে।

১৫.২ প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

- ক. সকল ডাকঘরে চলমান ডিমিস্টিক মেইল মনিটরিং সফটওয়্যারের আপগ্রেডেশন;
- খ. সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে ইতোপূর্বে সংগৃহীত ৩২ প্রকারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি মেরামত সংরক্ষণ করা;
- গ. ডাক বিভাগের ২০ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ডিমিস্টিক মেইল মনিটরিং সফটওয়্যার (ডিএমএস) এবং মেশিনারীজ এন্ড ইকুইপমেন্ট এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ঘ. ডিজিটাল ডাক সেবা প্রদানে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সংগ্রহ করা।

১৬.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভিশন ও মিশন:

- ভিশন: ○ জনগণের জন্য সাশ্রয়ী, মানবসম্পদ এবং সমসাময়িক প্রযুক্তি নির্ভর ডাক ও টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিতকরণ।
- মিশন: ○ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে এবং বহির্বিশ্বের সাথে নিরাপদ যোগাযোগ ও তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা; দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশে ডাক ও টেলিযোগাযোগের অত্যাধুনিক অবকাঠামো গড়ে তোলা;
- জনগণের স্বার্থ রক্ষাপূর্বক ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধান।

১৬.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থার ভিশন ও মিশন:

- ভিশন: বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ভিশন- “সাশ্রয়ী সর্বজনীন এবং নির্ভরযোগ্য ডাক সেবা”।
- মিশন: “প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও আধুনিক প্রযুক্তি অভিযোজনের মাধ্যমে সাশ্রয়ী, মানসম্পন্ন ও আন্তর্জাতিক মানের ডাকসেবা নিশ্চিতকরণ”।

১৬.৩ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার ভিশন ও মিশন অর্জনে প্রকল্পটি কিভাবে অবদান রাখবে, তার বিস্তারিত বিবরণ:

মোঃ আমির হোসেন
কর্মকর্তা (পরিকল্পনা-১)
মুখিদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৫৮১৬০৭৯৬

মোঃ আমির হোসেন
কর্মকর্তা (পরিকল্পনা-১)
মুখিদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৫৮১৬০৭৯৬

মোঃ আমির হোসেন
সিনিয়র সহকারী প্রধান
জ্যেষ্ঠ অফিসার্স বিভাগ

বর্তমান সরকারের সময়সীমিত পরিকল্পনার মধ্যে ডাক বিভাগের ৬টি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্প আবশ্যিক।

ক. অনলাইন বুকিং: বর্তমানে চিঠিপত্র, পার্সেল, ডকুমেন্টস ইত্যাদি ইস্যুর ডাক মাসুল পরিশোধ করার জন্য একজন গ্রাহককে কাউন্টারে আসতে হয়। এতে গ্রাহকের মূল্যবান সময় অপচয় হয় এবং কাউন্টারে স্ট্যাম্প লাগিয়ে ইস্যু করতে অনেক সময় প্রয়োজন হয়। ঘরে বসে ডাক দ্রব্যাদি বুকিং ও ডাক মাসুল পরিশোধ করার জন্য **Online Booking Apps** প্রস্তুত করা হবে। প্রত্যেক গ্রাহক নিজেই তার চিঠি পত্র, পার্সেল, ডকুমেন্ট ঘরে/অফিসে বসে ২৪/৭ সময়ে বুকিং করতে পারবেন। ডাক মাসুল অনলাইনে **Bank Account** ও **(Mobile Financial Service (MFS))** এর মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারবেন। গ্রাহকের তথ্য সিস্টেমে সংরক্ষিত থাকবে। পরবর্তীতে কেবল মোবাইল নম্বর দিয়ে **search** করলে ঐ গ্রাহকের ঠিকানা চলে আসবে। তবে প্রয়োজনে সংশোধন করা যাবে।

খ. গ্রাহকের বাড়িতে পাসপোর্ট ডেলিভারী: ডাক বিভাগের মাধ্যমে বর্তমানে ই-পাসপোর্ট সেন্টার, উত্তরা হতে ৬৮টি **RPO**'তে পাসপোর্ট বিলি করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে ডাক বিভাগের ডিএমএস (ডিমিস্টিক মেইল মনিটরিং সফটওয়্যার) ব্যবহৃত হচ্ছে। পাসপোর্ট অধিদপ্তরের **Desire** অনুযায়ী পাসপোর্ট উপজেলা পর্যন্ত গ্রাহকের নিকট পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে ডাক বিভাগের সক্ষমতা রয়েছে এবং ডাক বিভাগ উক্ত ডেলিভারী করতে আগ্রহী।

গ. ট্রেসিং ও ট্র্যাকিং সেবা শক্তিশালী করা: বর্তমানে ডিএমএস সফটওয়্যারে ডিমিস্টিক মেইল ইস্যু এবং বিলির সুযোগ রয়েছে। ডিএমএস সফটওয়্যারটি ডাক বিভাগের সকল ডাকঘরে চালু আছে। এই সফটওয়্যারে ইস্যু-বিলি সম্পন্ন হলে গ্রাহক ঘরে বসে তার মোবাইল বা ডাক বিভাগের ওয়েবসাইট হতে ডাক দ্রব্যটি ট্রেস এন্ড ট্র্যাকিং করতে পারেন। প্রতিদিন গড়ে ৬০ হাজার চিঠিপত্র, ডকুমেন্ট, পার্সেল ডিএমএস সফটওয়্যারে ইস্যু এবং ২৫ হাজার বিলি হয়। অর্থাৎ মোট ইস্যুকৃত ডাক দ্রব্যের ৩০% থেকে ৪০% এর ক্ষেত্রে গ্রাহক ট্রেস এন্ড ট্র্যাকিং সেবা পাচ্ছেন। এই সেবার পরিধি বৃদ্ধি করে মোট ডাক দ্রব্যের শতভাগে উন্নীত করা। এজন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় ডিএমএস আপগ্রেডেশন সহ লজিস্টিক সংগ্রহ করতে হবে।

ঘ. বিট ম্যাপ ও ডিজিটাল এড্রেস: বিট ম্যাপ এবং ডিজিটাল এড্রেস ডাক বিভাগের দুটো গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনাল উপাদান। দীর্ঘদিন যাবৎ ডাক বিভাগের বিট ম্যাপ হালনাগাদ করা হয়নি। কিন্তু সঠিক ঠিকানার জন্য বিট ম্যাপ খুব প্রয়োজন। এজন্য ডিজিটাল বিট ম্যাপ এবং এড্রেস গ্রাহক চাহিদা বিবেচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি ডিজিটাল বিট ম্যাপ তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জনগণ সহজে তার পোস্টাল ঠিকানা জানতে পারবে। প্রস্তাবিত টিপিপিতে বিষয়টি কম্পোনেন্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ঙ. পোস্টাল ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম: ডাক বিভাগের সকল ফিন্যান্সিয়াল সেবা যেমন: ই এম টি এস (ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সার্ভিস), নগদ, পোস্টাল ক্যাশ কার্ড, ডাক জীবন বীমা ইত্যাদি সেবাকে একটি সিস্টেমের আওতায় এনে একটি **Single System** তৈরী করা হলে গ্রাহক যেমন সহজে পোস্টাল ফিন্যান্সিয়াল সেবা পাবেন অন্যদিকে ডাক বিভাগের ব্যবস্থাপনায়ও এক ইতিবাচক প্রভাব আসবে। প্রস্তাবিত টিপিপিতে বিষয়টি কম্পোনেন্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

চ. Customer App Basket তৈরী: ডাক বিভাগের সকল ডিজিটাল সেবাকে একটি **Umbrella** র মধ্যে নিয়ে আসা। ডাক বিভাগের সকল সেবার জন্য একটি ইন্টিগ্রেটেড ড্যাস বোর্ড তৈরী এখন সময়ের দাবী। কেননা একজন গ্রাহক তখন একবার রেজিস্ট্রেশন করে **Single Point** হতে সকল সেবা পাবে। প্রস্তাবিত টিপিপিতে বিষয়টি কম্পোনেন্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১৭.০ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:

১৭.১ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামো: সংযুক্তি-১ এ সংযোজন করা হয়েছে।

১৭.২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যবস্থা:

প্রকল্পটি বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর (বিপিও) এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্প পরিচালকের নেতৃত্বে একটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিআইইউ) থাকবে। ১ জন প্রোগ্রামার/অতিরিক্ত দায়িত্বে উপ-প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালককে সহায়তা প্রদান করবেন। প্রকল্পের হিসাব পরিচালনার জন্য ডাক অধিদপ্তরের একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা প্রকল্পে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবেন। প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে কৌশলগত ও নীতিগত নির্দেশনা

মোঃ মামির হোসেন
কর্মকর্তা (পরিচালনা-১)
অধিদপ্তর, ঢাকা-১২০৭
০২-৫৮১৬০৭২৩

মোঃ মামির হোসেন
কর্মকর্তা (পরিচালনা-১)
অধিদপ্তর, ঢাকা-১২০৭
০২-৫৮১৬০৭২৩

১৯

মোঃ মামির হোসেন
কর্মকর্তা (পরিচালনা-১)
অধিদপ্তর, ঢাকা-১২০৭
০২-৫৮১৬০৭২৩

প্রদানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে একটি প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) থাকবে (সংযুক্তি-২) এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ মনিটর করার জন্য বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) থাকবে (সংযুক্তি-৩)। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত যে কোন সমস্যা সমাধানে পিএসসি এবং পিআইসি মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

১৮. প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের আউটপুট রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা?

১৮.১ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন হলে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং কারিগরি ও আর্থিক চাহিদার বিবরণ: প্রযোজ্য নয়।

১৮.২ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন না হলে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক/কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠান ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ: প্রকল্পটি সমাপ্তির পর ডাক অধিদপ্তরের খাতে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হবে আনুমানিক ১৪ কোটি টাকা যা বিপিও'র রাজস্ব বাজেট থেকে নির্বাহ করার প্রয়োজন হবে।

১৯.১ প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে পরীক্ষণ: ডাক অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট পোস্টমাস্টার জেনারেল কার্যালয়ের প্রতিনিধির সমন্বয়ে কমিটি করা হবে। ঐ কমিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে মনিটরিং করবেন।

১৯.২ অন্তর্বর্তীকালীন/মধ্যবর্তী মূল্যায়ন: ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং ডাক অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি অন্তর্বর্তীকালীন/মধ্যবর্তী মূল্যায়ণ সম্পন্ন করবেন।

২০. আইনী বিষয়: